প্রথম আলো

তারিখ .. 02 APR 2014 .
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৭...

বিতর্কিত মেডিকেল

১৩টির ভাগ্য ঝুলছে, কপাল খুলেছে একটির

শিশির মোড়ল ও কুন্তল রায় ●

শর্ত পূরণ না করলেও আবদুল হামিদ মেডিকেল কলেজকে আবার শর্ত দিয়ে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে ইউএস ডেন্টাল কলেজ ও রংপুরের কছির উদ্দিন মেডিকেল কলেজকে এখনই অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। গতকাল মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ওই সভায় পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া অন্য ১১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ভাগ্য নিয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় উপস্থিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনসংক্রান্ত কমিটির দুজন সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেন, একটি ডেন্টাল ও দুটি মেডিকেল কলেজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় কিশোরগঞ্জে রাষ্ট্রপতির নামের কলেজটিকে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হবে।

গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের মাস দুয়েক আগে ১৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও একটি ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু শর্ত না মেনে অনুমোদন দেওয়ায় এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মোহাম্মদ নাসিম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর এগুলোর কার্যক্রম স্থগিত করেন এবং কলেজগুলো পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দিতে বলেন। চার কমিটির প্রতিবেদন নিয়েই

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

১৩টির ভাগ্য ঝুলছে, কপাল খুলেছে একটির

শেষ পৃষ্ঠার পর

গতকালের সভায় আলোচনা হয়েছে।

আবদুল হামিদ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হয়েছেন রাষ্ট্রপতির শ্যালক আ ন ম নৌশাদ খান। রাষ্ট্রপতির স্ত্রী, ছেলে ও আত্মীয়রা কলেজটি পরিচালনার সঙ্গে জড়িত।

নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর এক দিনেই ১১টি মেডিকেল ও একটি ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন দেওয়া হয়। অন্য দুটি এর কিছুদিন আগে অনুমোদন পায়। এগুলোর মধ্যে পাঁচটির উদ্যোক্তা আওয়ামী লীগপন্থী চিকিৎসকেরা। একটির সঙ্গে জড়িত আওয়ামী লীগের একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী। বাকিগুলোর উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা। একজন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করেন।

মৌলিক শর্ত পূরণ না করলেও মন্ত্রণালয়ের কমিটি 'সাপেক্ষে' বা 'শর্তসাপেক্ষে' কলেজগুলোকে অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে ছয়টি কলেজ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না নিয়েই ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। শর্ত পূরণ করেনি জেনেও তিনটি কলেজকে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এগুলো অনুমোদন দেওয়া হয় যে সভায় তার কার্যবিবরণীতে দেখা ... সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক। উপস্থিত ছিলেন সাবেক স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মজিবুর রহমান ফকির, বর্তমান স্বাস্থ্যসচিব এম এম নিয়াজউদ্দিন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) এ বি এম আবদুল হান্নানসহ পদস্থ কর্মকর্তারা।

কার্যবিবরণীতে শর্তপূরণ সাপেক্ষে অনুমোদন দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে শর্তপূরণ ছাড়াই কলেজগুলো অনুমোদন পায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, কলেজগুলোর মালিকপক্ষ ও সরকারি কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন, শুধু কার্যক্রম স্থগিত করলে হবে না, এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত।

শর্তগুলো কী: 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১'-এ উল্লেখ আছে, কলেজ হবে নিজস্ব জায়গায়, ভাড়া বাড়িতে কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করা যাবে না। একাডেমিক ভবন ও হাসপাতাল ভবন পৃথক থাকবে, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ধারণা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ৫০ আসনের মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম ... প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল চালু থাকতে হবে।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আলোচিত কলেজগুলো ওপরের শর্তগুলো মানেনি।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) মতিউর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'নীতিমালা আমাদের কাছে বাইবেলের মতো। এর বাইরে গিয়ে আমরা কিছু করিনি।' যারা শর্ত মানেনি তাদের জন্য আবার নতুন শর্ত কেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার ওপরে অনেক কর্মকর্তা আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন।'

স্বাস্থ্যসচিব বলেন, 'কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। আমি নই।'

মেডিকেলের মালিকানায় যাঁরা: *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনুমোদন পাওয়া চট্টগ্রামের মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজের মূল উদ্যোক্তা মো. শরিফ চট্টগ্রাম বিএমএর মহাসচিব। স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) প্যানেল থেকে নির্বাচন করে তিনি জয়ী হন। সিলেটের পার্ক ভিউ মেডিকেল কলেজের উদ্যোক্তা ও অধ্যক্ষ ওসুল আহমেদ চৌধুরী আওয়ামী লীগপন্থী চিকিৎসক। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও উদ্যোক্তা মো. শফিকুল ইসলামও আওয়ামীপন্থী চিকিৎসক। খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজের মূল উদ্যোক্তা চিংড়ি ব্যবসায়ী সৈয়দ আসফাক আলী। তাঁর সঙ্গে আছেন তিনজন আওয়ামীপন্থী চিকিৎসক। ঢাকা কেয়ার মেডিকেলের উদ্যোক্তা মো. মোয়াজ্জেম হোসেনকে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে বসিয়েছিল।

রাজশাহীর শাহ মাখদুম মেডিকেল কলেজের পরিচালনার সঙ্গে আছেন আওয়ামী লীগের সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী। রংপুরের কছির উদ্দিন মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজের উদ্যোক্তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ দিনের ব্যবসায়ী মোতাজ্জেরুল ইসলাম। এর আগে তিনি রুহুল হকের ছেলে জিয়াউল হককে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।